ইনোভেশন শোকেসিং-২০২৬ এর কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগের নাম	উপস্থাপিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর দপ্তর	উদ্ভাবনী উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (বাস্তবায়নের সময়সহ)	মন্তব্য
০১	"এএমআর প্রতিরোধ করুন,জীবন বাঁচান" (Prevent AMR,Save Life)	ডাঃ এস. এম. মাহমুদুল হক উপজেলা প্রাণিসম্পদ **কর্মকর্তা** উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, আলমডাঙ্গা,চুয়াডাঙ্গা।	পরিমিত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে এএমআর প্রতিরোধ করতে হবে। প্রধান টুলসঃ ১।রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সঠিক রোগ নির্নয় করে সেন্সিটিভিটি টেস্টের মাধ্যমে কার্যকর এন্টিবায়োটিক পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। ২। রেজিস্টার্ড ভেটেরিয়ানের ব্যতিত এখতিয়ার বহির্ভুত ব্যক্তিবর্গের (হাতুড়ে ডাক্তার,ডিলার, ফার্মেসীর দোকানদার বাঁ খামারী নিজে ইত্যাদি) এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করা। ৩। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। ৪। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক আইন বহির্ভুত যেকোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে মোবাইল কোর্ট ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নের সময়কালঃ ৯ মাস (এপ্রিল/২০২৪ থেকে ডিসেঃ/২০২৪)	প্রতিবছর এএমআর জনিত কারণে বিশ্বে ১৩ লক্ষ লোক মারা যায়। বাংলাদেশে এএমআর জনিত কারণে বিশ্বে ১লক্ষ ৭০ হাজার লোক মারা যায়। ২০৫০ সালে এএমআর জনিত কারণে বিশ্বে প্রায় ১ কোটি লোক মারা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইনোভেশন প্রক্রিয়ার ধাপসমুহ (Steps of Innovation Process):

ধাপ-১: আইডিয়া (Idea Generation And Mobilization)

ধাপ-২: প্রচারণা ও প্রদর্শনী (Advocacy And Screening)

ধাপ-৩:পরীক্ষামূলক ট্রায়াল (Experimentation)

ধাপ-৪: বানিজ্যিকীকরণ (Commercialization)

ধাপ-৫: বিস্তৃতিকরণ ও বাস্তবায়ন (Diffusion And Implementation)

		বর্তমান অবস্থা	বাস্তবায়নের সময়কাল ৩ মাস (এপ্রিল/২০২৪ থেকে জুন/২০২৪)	বাস্তবায়নের সময়কাল ৩ মাস (জুলাই/২০২৪ থেকে সেপ্টেঃ/২০২৪)	বাস্তবায়নের সময়কাল ৯ মাস (অক্টোঃ/২০২৪ থেকে ডিসেঃ/২০২৪)	গৃহীত পদক্ষেপ	অর্থায়ন	ফলাফল	মন্তব্য
	১।রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সঠিক রোগ নির্নয় করে সেন্সিটিভিটি টেস্টের মাধ্যমে কার্যকর এন্টিবায়োটিক পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।	বর্তমানে এই সক্ষমতা আছে মাত্র ৫%	সক্ষমতা বাড়িয়ে ২০% এ উন্নীত করতে হবে।	সক্ষমতা বাড়িয়ে ৪০% এ উন্নীত করতে হবে।	সক্ষমতা বাড়িয়ে ৬০% এ উন্নীত করতে হবে।	সঠিক রোগ নির্নয়ের জন্য সেন্সিটিভিটি টেস্ট সহ অন্যান্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	১ কোটি টাকা	অকার্যকর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাবে এবং সঠিক এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহার হবে।	
	২। রেজিস্টার্ড ভেটেরিয়ানের ব্যতিত এখতিয়ার বহির্ভুত ব্যক্তিবর্গের (হাতুড়ে ডাক্তার,ডিলার, ফার্মেসীর দোকানদার বাঁ খামারী নিজে ইত্যাদি) এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করা।	প্রায় এই বিধিবহির্ভুত প্র্যাক্টিস হচ্ছে ৯০% ক্ষেত্রে	এই বিধিবহির্ভুত প্র্যাক্টিস কমিয়ে ৭০% এ নিয়ে আসতে হবে।	এই বিধিবহির্ভুত প্র্যাক্টিস কমিয়ে ৫০% এ নিয়ে আসতে হবে।	এই বিধিবহির্ভুত প্র্যাক্টিস কমিয়ে ২০% এ নিয়ে আসতে হবে।	রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগ বাড়াতে হবে এবং গণসচেতনতাসহ মোবাইল কোর্ট বাড়াতে হবে।	৫ লক্ষ টাকা	যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কমে যাবে এবং এ এম আর প্রতিরোধ করা যাবে।	
	৩। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল সঠিকভাবে অনূসরণ করতে হবে।	প্রায় এই ১০-২০% ক্ষেত্রে সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল সঠিকভাবে অনূসরণ করা হচ্ছে না।	এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল এর সঠিক ব্যবহার বেড়ে ৩০% এ উন্নীত করতে হবে।	এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল এর সঠিক ব্যবহার বেড়ে ৫০% এ উন্নীত করতে হবে।	এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক ডোজেজ ও প্রত্যাহারকাল এর সঠিক ব্যবহার বেড়ে ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে।	প্রতি মাসে ৬০০ জনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে।	৪৫ লক্ষ টাকা		
	৪। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক আইন বহির্ভুত যেকোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে মোবাইল কোর্ট ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রায় এই বিধিবহির্ভুত প্র্যাক্টিস প্রতিরোধে ৫% ক্ষেত্রেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।	এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক আইন বহির্ভুত যেকোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা ৪৫ টি	এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক আইন বহির্ভুত যেকোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা ৪৫	এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বিষয়ক আইন বহির্ভুত যেকোন কর্মকান্ড সংঘটিত হলে মোবাইল কোর্ট এর সংখ্যা ৪৫মোবাইল	৯ মাসে মোট ১৩৫ টি মোবাইল কোর্ট করতে হবে।	৩ লক্ষ টাকা	যত্রতত্র এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এর পরিমাণ কমে ২০% এ চলে আসবে।	